



118037 - ইসলামে পবিত্রতার বধিান আরোপরে মধ্য নহিতি প্রজ্ঞা

প্রশ্ন

তবাহারাত বা পবিত্রতার অর্থ কী; এ বিষয়ে আহলে কতিবদরে রদ করার জন্য? আমরা কনে নামাযে পবিত্রতা অর্জন করি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

চরিন্তন ইসলামী শরীয়ত যা নযি়ে এসছে যে ব্যক্তি তা জানে সে শরীয়তের আদশে ও নযিধে নযি়ে প্রশ্ন তোলেনা। কারণ শরীয়ত সম্পর্কে তার জ্ঞান তাকে বাধা দেয়— পরেশোন হয়ে এর প্রজ্ঞা ও হতে অনুসন্ধান করতে। আমরা এমন ধরনের প্রশ্ন তুলতে কেবল তাদরেকহে দেখি এই মহান দ্বীন সম্পর্কে যারা অজ্ঞ।

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মানবদহেরে চকিৎসকরে উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখে, এরপর যদি সেই চকিৎসক সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক কিছু প্রোগ্রাম প্রদান করেন, তখন আপনি দেখবেন চকিৎসকরে প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তি তার কথা মনে নচ্ছিনে, তার নর্দশে পালন করছনে। কারণ সে বিশ্বাস করে যে চকিৎসক যা বলছনে তা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানরে ভিত্তিতেই বলছনে। আপনি তাকে এই বলে প্রশ্ন করতে দেখবেন না: ‘এখানে এটা কনে করতে বলা হয়েছে?’ বা ‘সেখানে ওটা কনে নযিধে করা হয়েছে?’

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ উপমা। আমাদের প্রতিপালকরে প্রতি আমাদের আস্থা কখনোই সেই ব্যক্তির চকিৎসকরে প্রতি আস্থার সঙ্গে তুলনাযোগ্য নয়। আল্লাহ ও মানুষরে মাঝে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে তুলনার কোনো সুযোগই তো নহে।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুমি রহমাহুল্লাহ তাঁর পবিত্রতার বধিানসমূহ সংক্রান্ত আলোচনার শেষেভাগে যা বলছনে তা পূর্বোক্ত কথাকে সত্যায়ন করে। তিনি বলছনে:

‘যদি হিপোক্রেটিস এবং তার ছাত্ররা এই ধরনের উপদশে দতি, তাহলে তাদরে অনুসারীরা তাদরে কাছে অবনত হয়ে যেতে, তাদরেকে তীব্র সম্মান করত, তাদরে কথা থেকে সাধ্যমত প্রজ্ঞা ও উপকারতি উদঘাটন করত।’[শফিউল ‘আলীল (পৃ. ২৩০)]

দুই:

পবিত্রতার বধিান আরোপ করার প্রজ্ঞা সম্পর্কে বলতে গলে: এর সংখ্যা অনেকে। আর আমরা ‘তাহারাত’ বলতে বুঝি: ময়লা ও নাপাকি দূর করা, অযু ও গোসল ইত্যাদি। এসব নহিতি কিছু প্রজ্ঞা নমিনরূপ:

১. পবিত্রতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি (ফতিরাতরে) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করছেন। নঃসন্দেহে ইসলাম হলো ফতিরাতরে ধর্ম। ইসলাম সহজাত সৃষ্টিগত সুন্যাহ পালনে উৎসাহ দিয়েছে, যাতে মানুষ তাদের করণীয় কাজগুলো করে এবং পরহিরাযোগ্য বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকে। চহোরা ধোয়া, নাক পরষিকার করা, মুখ ধোয়া, দুইহাত পরষিকার করা, গোসল করা, শটোচ করা— এসবের জন্য আলাদা শরীয়ত প্রণয়নের প্রয়োজন নাই। বরং এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে পরষিকার-পরচ্ছিন্ন রাখা এবং নাপাকি ও অপবিত্রতা থেকে দূরে রাখায় সচেষ্ট হওয়ার জন্য মানুষ অবকিত প্রবৃত্তি অধিকারী হওয়াই যথেষ্ট।

২. ইসলাম পরচ্ছিন্নতা ও সটৌন্দর্যের ধর্ম। ইসলাম চায় ইসলামের অনুসারীরা মানুষের মাঝে এভাবে প্রকাশিত হোক যে, তারা নিজদের দহে পরষিকার করে, চুল-দাড়ি আঁচড়ায়, পবিত্র পোশাক পরধিান করে এবং তাদের থেকে সুগন্ধ ছড়ায়। এ ধরনের লোকদের দ্বারা মানুষ অভিত্ত হয়, যা ইসলামের দাওয়াতকে সফল করতে সহায়তা করে। এছাড়াও মানুষ পরচ্ছিন্ন দহে ও পোশাকধারী ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর অপচ্ছিন্ন ও দুর্গন্ধযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অনীহা বোধ করে। অপবিত্র জীবনযাপন কোনভাবে ইসলামের অংশ নয়।

৩. আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পরচ্ছিন্নতা ও পবিত্রতা বহু রোগ থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেয়। আর নটৌরাম-অপচ্ছিন্নতা বহু রোগের কারণ। তাহলে এই মহান ধর্মে কীভাবে এমন বধিান থাকবে না যা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং এর বস্তিতার রোধ করে?!

৪. মুসলমিরে তার প্রতাপালকর সাথে সাক্ষাতের একাধিক উপলক্ষ থাকে। মানুষ যখন কোনো রাজা, নটো বা সম্মানিত ব্যক্তির সামনে দাঁড়ায় তখন দেখা যায় সে নিজের দহে, পোশাক ও ভালো ঘ্রাণের ব্যাপারে যত্নশীল থাকে। মানুষের প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি; বরং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ছিল তাঁর কাছে প্রতিনিধি দল আসলে তিনি সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতেন। অধিকন্তু যার জন্য সবচেয়ে বেশি সাজা যায়, যার সামনে শরীর-পোশাক পবিত্র রাখার ব্যাপারে সর্বাধিক সচতেন থাকা যায় তিনি হলেন আল্লাহ তাআলা! তাই আমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য যখন সাজ-সজ্জা করি তখন এতে আমরা আশ্চর্য হই না। লোকরো তাদের মত কোনো একজন মাখলুকর সামনে যাওয়ার জন্য এ ধরনের সাজ-সজ্জা বা এর চেয়ে বেশি সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে। তাহলে আল্লাহর সামনে যাওয়ার জন্য তার অবস্থা কমন হওয়া উচিত! বরং মানুষের সাজগোছ আল্লাহর জন্য হওয়াই সবচেয়ে উপযুক্ত। যমেনটি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলছেন [দখুন: সহীহ ইবন খুযাইমাহ (৭৬৬)]

৫. যে ব্যক্তি শরিয়তের বধিানসমূহ নযিে চন্টিা-ভাবনা করে এবং আল্লাহ তাকে বোধশক্তিও দান করছেন, সে সহজেই ইসলামের বিভিন্ন পবতি্রতার ধরনগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা ও তাতে নহিতি প্রজ্ঞা বুঝতে পারে। কনে জানাবতের কারণে গোসল ফরজ করা হযছে; অথচ প্রস্রাবের কারণে নয়। তমেনভিাবে ওজু ও গোসলের মধ্যকার পার্থক্যের হকিমতও সে বুঝতে পারে।

ইবনুল কাইয়ুমি (রহমিাহুল্লাহ) বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য নরিগমনের পর গোসলকে ফরজ করছেন; অথচ প্রস্রাবের পর নয়—এটি শরিয়তের সুমহান সটৌন্দর্য, রহমত, প্রজ্ঞা ও উত্তমতার অংশ। কারণ বীর্য পুরো শরীর থেকে নরিগত হয়। তাই তে আল্লাহ এর নাম দয়িছেন سلاية (নরিয়াস) যহেতে তা গটো দহে থেকে নরিয়াস আকারে নঃসূত হয়। অন্যদকিে প্রস্রাব হলো খাদ্য- পানীয়ের অতিরিক্ত অংশ; যা পাকস্থলী ও মূত্রথলতিে রূপান্তরতি হয়ছে। বীর্য নরিগমনের মাধ্যমে শরীর যভাবে প্রভাবতি হয় প্রস্রাবের তুলনায় তা অনেক বেশি।

এছাড়া বীর্য নরিগমনের কারণে গোসল করা দহে, হৃদয় ও আত্মার জন্য অত্যান্ত উপকারী। বরং দহে অবস্থানকারী সব ধরনের আত্মা গোসলের মাধ্যমে শক্তিালী হয়। বীর্য বরে হওয়ার ফলে শরীর থেকে যে শক্তি ও তাপ কমে যায় গোসল তা পুনরায় ফরিযিে দযে। এটি একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা।

এছাড়া জানাবত মানুষকে ভারী ও অলস করে তোলে। কন্টি, গোসল তাকে চাঙা ও হালকা হওয়ার অনুভূতি দযে। এজন্য আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাবতের গোসল করার পর বলছেলিনে: ‘আমার মনে হচ্ছে যনে আমি আমার ওপর থেকে একটি ভারী বোঝা নাময়িে রেখেছি।’

মোদদাকথা হচ্ছে: সুষ্ঠু ইন্দ্রিয় ও অবকিত্ত প্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ সহজে বুঝতে পারে ও জানতে পারে যে জানাবতের গোসল দহে ও হৃদয়ের জন্য প্রায় জরুরী পরযায়ের উপকারী বযিয়। কারণ জানাবত মানুষের হৃদয় ও আত্মার সাথে পবতি্র আত্মাসমূহের যে দূরত্ব তরীে করে। কন্টি গোসল করলে এই দূরত্ব মটিে যায়।

এ কারণে একাধকি সাহাবী বলছেন: “বান্দা যখন ঘুমায় তার রূহ উর্ধ্বে উঠে যায়; যদি সে পবতি্র থাকে তবে তাকে সজিদার অনুমতি দেওয়া হয়; আর যদি সে জুনুবী অবস্থায় থাকে তবে অনুমতি দেওয়া হয় না।” এ কারণে নবী জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে ওজু করে নতিে বলছেন।

শ্রেষ্ট চকিৎসকরাও বলছেন যে, সহবাসের পর গোসল করা দহেরে শক্তি ফরিযিে আনে, শরীরের ক্ষয় পূরণ করে। এটি মানুষের দহে ও রূহের জন্য সর্বাধকি উপকারী। এটি পরতিযাগ করা ক্ষতকির। এ বযিয় সুস্থ বুদ্ধি ও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আল্লাহই তটৌফকিদাতা।

অন্যদিকে শরয়িতদাতা যদি প্রস্রাবের পর গোসল করা ফরজ করতেন তাহলে তা মানবজাতির জন্য অনেকে কষ্টকর হত। আল্লাহর প্রজ্ঞা, রহমত ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ এমন কিছু আরোপ করা থেকে বারণ করে।

[ই'লামুল মুওয়াক্কহীন (২/৭৭-৭৮), আরও দেখুন: ত্বাহরি ইবনে আশুরের রচনা 'আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ায' (৫/৬৫)]

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে বাহ্যিক পবিত্রতা ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা উভয়টির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের দহে ও পোশাককে অপবিত্রতা ও নাপাকি থেকে পরিস্কার রাখায় সচেষ্ট, তার উচিত নিজের অন্তরকণ্ডে দোষ-ত্রুটি ও নকিষ্ট চরিত্র থেকে পবিত্র রাখায় আরও বেশি সচেষ্ট হওয়া। যে ব্যক্তি তার দহে ও পোশাককে পবিত্র রাখে, এটি আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের আলামত বহন করে। ইসলাম অন্তরে সৌন্দর্য উপেক্ষা করে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের ওপর জোর দেয় না। বরং উভয়টিই কাম্য। যদি বাহ্যিক সাজসজ্জার উপকরণের অভাবে কারো ওজর গ্রহণযোগ্য হয়ও, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অর্জন না করায় তার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। এই উভয় ধরনের পবিত্রতা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকেও ভালোবাসেন।” [সূরা বাকার: ২২২]

৭. সবশেষে আমরা ইবনুল কাইয়ুমি রহিমাহুল্লাহুর গভীর অর্থবহ একটি বক্তব্য উল্লেখ করব। তিনি বলেন:

“শরয়িতের বধিনাবলি, এর মাধ্যমসমূহ ও উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে চিন্তা করুন, দেখতে পাবেন সেগুলো কাঙ্ক্ষিত প্রজ্ঞা ও মহৎ উদ্দেশ্য ধারণ করে আছে। সেগুলোর জন্য বধিনাগুলো আরোপ করা হয়েছে। সেগুলো না থাকলে মানুষ পশুর মতো, বরং পশুর চেয়েও নকিষ্ট হয় যেতে। পবিত্রতার বধিনাকে কত প্রজ্ঞা বদ্যমান। এতে রয়েছে দহে ও মনের কত উপকার, মনকে আনন্দিত করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চাঞ্চল্য আনা, সহজাত প্রকৃতি ও আত্মমর্যাদা গুণগুলোর কারণে যে বোঝাগুলো চাপিয়ে দিয়ে সেগুলোকে লাঘব করা। তাই পবিত্রতা অর্জন হচ্ছে— মন, আত্মা ও দহের পরিস্কারক। জানাবতের গোসল দহের কোমলতা বৃদ্ধি করে এবং জানাবাতের মাধ্যমে দহে যে শক্তি হারায় অনুরূপ শক্তি ফিরিয়ে আনতে; যা দহের জন্য অন্যতম উপকারী।

ভবে দেখুন, ওজু করতে হয় এমন অঙ্গগুলোতে যেগুলো হচ্ছে উপার্জন ও কর্ম করার স্থান! ওজু করা হয় চহোরাতে; যাত্নে রয়েছে শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, বাগনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয়। এগুলোই হলো সীমালঙ্ঘন ও পাপের প্রবেশদ্বার। এগুলো দিয়েই পাপ করা হয়। এরপর ধোয়া হয় হাতদ্বয়। যে দু'টো দিয়ে মানুষ ধরে, গ্রহণ করে ও প্রদান করে। এরপর ধোয়া হয় পাদদ্বয়। যে দু'টো দিয়ে মানুষ হাঁটে ও দৌঁড়ায়।

আর মাথা ধোয়ার মধ্যে যহেতু কষ্ট বেশি, তাই মাথা ধোয়ার বদলে মাসহে করাকহে যথেষ্ট করা হয়েছে।

অযুকহে এ সকল অঙ্গ থেকে পাপ বরিয়ে যাওয়ার মাধ্যম করা হয়েছে। এমনকি পানরি ফোটোর সাথে চুল ও চামড়া থেকেও পাপ বরিয়ে যায়। এ মরমহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূতরে বর্ণিত হয়েছে: “মুসলমি বা মুমনি বান্দা যখন অযুর উদ্দেশ্যে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন অযুর পানরি সাথে অথবা পানরি শেষে বন্দির সাথে প্রত্যকে সহৈ গুনাহ বরে হয়ে যায়, যা সবে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে করছে। অতঃপর যখন সবে তার হাত দুটিকে ধৌত করে, তখন পানরি সাথে অথবা পানরি শেষে বন্দির সাথে প্রত্যকে সহৈ গুনাহ বরে হয়ে যায়, যা সবে উভয় হাতে ধারণ করার মাধ্যমে করছে। অতঃপর যখন সবে তার পা দুটিকে ধৌত করে, তখন পানরি সাথে অথবা পানরি শেষে বন্দির সাথে প্রত্যকে সহৈ গুনাহ বরে হয়ে যায়, যা সবে তার দু'পায়ে চলার মাধ্যমে করে ফলেছে। শেষে অবধি সমস্ত গুনাহ থেকে সবে পবিত্র হয়ে বরে হয়ে আসে।” [সহীহ মুসলমি] এছাড়া সহীহ মুসলমিহে উসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করবে, তার পাপসমূহ তার দহে থেকে বরিয়ে যাবে। এমনকি তার নখগুলোর নচি থেকেও (পাপ) বরিয়ে যাবে।” এটি অযুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকেমত ও উপকারিতা।

প্রজ্ঞাধিকারকরা বলতে: অযু নছিক কষ্ট ও ক্লেশের নাম, যার মাঝে কোনো কল্যাণ নহে। কোনো প্রজ্ঞাধিকার কারণে এটি বিধিবিদ্ধ করা হয়নি! অযুতে নহিতি প্রজ্ঞা হসিবে যদি শুধু এটিই থাকত যে কয়ামতের দিন অযু অন্যান্য উম্মতের মাঝে এই উম্মতের আলামত হবে; তাদের চহোরায় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চহিন হবে; যে আলামত অন্য কারো জন্য থাকবে না। কহিবা ওজুকারী পবিত্র দহে, পবিত্র পোশাক ও পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে যাওয়ার, দাঁড়ানোর জন্য, রোনোজার করার জন্য ওযুর করে পানরি মাধ্যমে তার দহেকে ও তাওয়ার মাধ্যমে অন্তরকে পবিত্র করে প্রস্তুত হয়; তাহলে এটিই যথেষ্ট হত। এই প্রজ্ঞা, রহমত ও কল্যাণের উপরে আর কী থাকতে পারে?!

যহেতু কামনার উত্তজেনা গোটো দহে প্রবহমান থাকে, এমনকি প্রত্যকে চুলের নীচে কামোত্তজেনা থাকে তাই গোসলও সমস্ত শরীরজুড়ে করতে হয়। এ মরমহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “প্রত্যকে লোমের নচি জানাবত (অপবিত্রতা) থাকে।” [হাদীসটি সুনান প্রণতেরা বর্ণনা করছেন, এতে দুর্বলতা রয়েছে]

তনি গোসলের মাধ্যমে পানকি প্রতটি লোমের গোটায় পট্টানোর নরিদশে দিয়েছেন; যাতে সহৈ উত্তাপ প্রশমতি হয়, অন্তর আল্লাহর স্মরণে, তার বাণী পাঠে ও তার সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রশান্ত হয়।” [শফিউল আলীল: (পৃ. ২২৯-২৩০)]

সর্বপর, যে ব্যক্তি শরয়িতেরে বধানসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তার কাছের প্রজ্ঞাসমূহ প্রতভিত হয়। আর আল্লাহ যার দৃষ্টি অন্ধ করে দেন সবে চোখ দিয়ে যা দেখে বা কান দিয়ে যা শুনবে এর দ্বারা উপকৃত হয় না।

জানা উচতি যে পরচ্ছিন্নতা মহৎ চরিত্রেরে অংশ। এ বিষয়টি নিয়ে পূর্ববর্তী কোনো শরয়িত মতভেদ করেনি। এমন কোনো নবী নহে যনি তাঁর জাতকি প্রথমহে হৃদয়ের পবিত্রতার দকি ডাকেনি। তারপর সুন্দর কথা, উত্তম কাজ, নৈতিক চরিত্র,



দহে ও পোশাকরে পবিত্রতা, নাপাক ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকা— এসবেরে দকি আহ্বান করনেনি। এ বিষয়ে যত্নে তেত্ৰক
করে বস্তুত সকে কুট তরক করে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।